কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০০১ সালের সিআরআর ২৯৭৮

মেসার্স বিরলা জুট মিলস "ওয়ার্কার্স"

প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট এবং অন্যান্যরা

বনাম

কে. কে. সেন চৌধুরি

আবেদনকারীদের জন্য	:	শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, বরিষ্ঠ আইনজীবী
		শ্রী অরিন্দম সেন, আইনজীবী
		শ্রী গোবিন্দ চৌধুরী, আইনজীবী
		শ্রী সৌরভ বসু, আইনজীবী
বিপরীত পক্ষের জন্য	:	শ্রী অনিল কুমার গুপ্ত, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছে	:	৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩
রায়	**:**	**১৯শে অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :

১. এটি ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে একটি আবেদন যা আবেদনকারীরা ২০০১ সালের ২০ নং অভিযোগ মামলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দাখিল করেছেন। মামলাটি ১৯৫২ সালের কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ ভবিষ্য তহবিল আইনের ১৪(২ক) এবং ১৪ক(১) ধারার অধীনে আলিপুরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন। এই মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একজন শ্রী কে. কে. সেন চৌধুরী, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইন্সপেক্টর ই.পি.এফ.ও. আঞ্চলিক কার্যালয়, ডব্লিউ. বি. অভিযোগের একটি পিটিশন দায়ের করেছেন ধারা ১৪ (২ ক) এবং ১৪ ক -এর অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য

কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বিবিধ প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, ১৯৫২ (এরপরে 'উল্লিখিত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর (১) অনুচ্ছেদের ১৭ (১এ) (ঘ) (III) ধারা সহ পাঠ করা শ্রম মন্ত্রকের ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘনের অভিযোগে। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন যারা তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন এবং এই ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য তারা তার তহবিল পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে বিনিয়োগের জন্য উপলব্ধ কিন্তু বিনিয়োগ করা হয়নি এমন পরিমাণ ছিল ১,২৮,৪৯,৯৫৮.১২/-টাকা- ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিল ১,১৭,১০,৭০৩.০৪/- টাকা- ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে ছিল ৪৩,২৭, ৫৩৮.৬৮/- টাকা এবং এইভাবে তারা উক্ত আইনের ১৪ (২) এবং ১৪ (এএল) ধারার অধীনে অপরাধ করেছে। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ২০০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কমিশনার দ্বারা উপরোক্ত মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

৩. আলিপুরের অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২০০১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি এই অপরাধের বিষয়টি আমলে নেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞ বিচার আদালতের এখতিয়ারে আত্মসমর্পণ করে জামিনে ভর্তি হন এবং অনুপস্থিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি জমা দিয়েছেন যে গঠিত অভিযোগ মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় যেহেতু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এর বিধান লঙ্ঘন করে বিচার গ্রহণ করেছে

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারা। শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত অপরাধের বিচার এক বছরের বেশি নেওয়া যেত না। ২০০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মামলা চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এবং/অথবা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারার ২ (খ) উপধারার অধীনে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে ২০০১ সালের ১৪ শতাংশ ফেব্রুয়ারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। গাঙ্গুলি যে বিচারিক আদালত বিচার গ্রহণ করার সময় তার বিচারিক মন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা ২০০১ সালের অভিযোগ মামলা নং গ -২১-এর কার্যধারায় গৃহীত প্রথম আদেশ থেকে স্পষ্ট। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত তাঁর স্বাক্ষর রাবার স্ট্যাম্পের ছাপের অধীনে রেখেছিল, যা কলকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারি নিয়ম ও আদেশের অধীনে নির্ধারিত বিধি ১৮৩-এর বিধান লঙ্ঘন করে যা বলেঃ -

> *" ১৮৩ নং বিধি - বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা প্রয়োগ এবং চূড়ান্ত আদেশের প্রয়োজনীয় আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নিজের হাতে রেকর্ড করা হবে বা তাঁর দ্বারা টাইপ করা হবে, অন্যগুলি বেঞ্চ ক্লার্ক দ্বারা তাঁর বিবেচনার অধীনে রেকর্ড করা যেতে পারে।"*

৫. শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেন যে, উক্ত আইনের ১৪ ক ধারায় পরোক্ষ দায়বদ্ধতার বিধান রয়েছে এবং এই বিধানটি নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৪১ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত আইনের ১৪ ক ধারায় ব্যবহৃত 'কোম্পানি' শব্দের অর্থ কর্পোরেট সংস্থায়, একটি ফার্ম এবং -এর অন্যান্য সমিতি অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা। ট্রাস্টের বিরুদ্ধে এই কার্যক্রম শুরু করেছিলেন

এন. আই আইনের ১৪১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনও সংস্থার পরিচালক যিনি কোম্পানির ব্যবসার দায়িত্বে ছিলেন না বা দায়িত্বশীল ছিলেন না, তিনি কোম্পানির দ্বারা সংঘটিত কোনও অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ হবেন না। এই বিধানগুলির অধীনে দায়বদ্ধতা কেবল কোম্পানির পদমর্যাদা বা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ভিত্তিতে উদ্‌ভূত হয় না। এটি প্রমাণ করতে হবে যে সেই ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক সময়ে দায়িত্বশীল এবং ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এই ধরনের সম্পৃক্ততা প্রদর্শনের জন্য কোনও উপাদানের অভাবে এমন কোনও পরিচালককে টেনে নিয়ে যাওয়া ন্যায়বিচারের উপহাস হবে, যিনি এমনকি প্রশ্নবিদ্ধ ইস্যুটির সাথে যুক্ত নাও হতে পারেন।

৬. শ্রী গাঙ্গুলির এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, শ্রী অনিল কুমার গুপ্ত, বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে উক্ত আইনের ১৪ ধারার অধীনে সংঘটিত অপরাধ একটি অব্যাহত অপরাধ। অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬৮ ধারার বিধানকে কাজে লাগানো যাবে না; বরং এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৭২ ধারার অধীনে পরিচালিত হবে।

৭. তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী গুপ্ত, বিপরীত পক্ষের বিদ্বান আইনজীবী ***ভাগিরথ ক্যানোরিয়া এবং অন্যান্যরা বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য*** -এর রায়ের উপর তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করেছেন **(১৯৮৪) ৪ এসসিসি ২২২**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ-

> *"১৯. একটি নির্দিষ্ট অপরাধ একটি অব্যাহত অপরাধ কিনা প্রশ্নটি অবশ্যই অবশ্যই নির্ভর করবে সংবিধির ভাষার উপর যা সেই অপরাধের সৃষ্টি করে, অপরাধের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি, নির্দিষ্ট আইনটিকে অপরাধ হিসাবে গঠন করে যে উদ্দেশ্য অর্জন করা উচিত তার উপর। বিষয়গুলি আমাদের সামনে, যে অপরাধের জন্য আবেদনকারীরা*

চার্জ হল নির্ধারিত তারিখের আগে নিয়োগকর্তার অবদান পরিশোধে ব্যর্থতা। এই বিধানের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, যা শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা, আমরা মনে করি যে অপরাধটি স্থায়ী প্রকৃতির নয়। আবেদনকারী নির্দ্বিধায় নির্ধারিত তারিখের আগে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তাদের অবদান পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ ছিলেন এবং নির্ধারিত তারিখের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই এটি প্রদান করা তাদের ক্ষমতার মধ্যে ছিল। বিলম্বিত অর্থ প্রদান তাদের মূল অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে পারত না তবে এটি পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে দিত। প্রতিটি দিন যখন তারা তহবিলে তাদের অবদান প্রদানের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা একটি নতুন অপরাধ করে। এটি শ্রমিকদের কল্যাণে উদ্বেগের অভাবের উপর একটি অবিশ্বাস্য প্রিমিয়াম রাখছে যে নিয়োগকর্তা যিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডে অবদান বা কর্মচারীদের অবদান প্রদান করেননি তিনি সীমাবদ্ধতার আইন প্রয়োগ করে তার কাজের শাস্তিমূলক পরিণতি সফলভাবে এড়াতে পারেন। এই ধরনের অপরাধ অবশ্যই অব্যাহত হিসাবে বিবেচিত হতে হবে। অপরাধ, যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার আইন প্রযোজ্য হতে পারে না।"

৮. শ্রী গুপ্ত, বিদ্বান আইনজীবী তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের উপর আরও নির্ভর করেন। ***এন. কে. জৈন এবং অন্যান্যরা বনাম সি. কে. শাহ অন্যান্যরা*** (১৯৯১) ২ এস. সি. সি. ৪৯৫-এ, *এন. কে. জৈন (উপরে)*-এর সাথে জড়িত বিষয়টি হাতে থাকা আইনের সাথে জড়িত বিষয়ের থেকে বেশ আলাদা। *এন. কে. জৈন (উপরে)*-এ কার্যধারার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাকে এই আইনের ৬ ধারার বিধান মেনে চলার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যা বিবেচনাধীন মামলার সাথে অভিন্ন নয়।

৯. **রবীন্দ্র চামরিয়া ও অন্যান্যরা বনাম কোম্পানির রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্যরা** মামলার রায় **১৯৯২ সালের (২) এস. সি. সি ১০**-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল, বিতর্কটি ছিল কোম্পানি আইন উক্ত আইনের ১৪ ক ধারার অধীনে একটি কার্যধারা -এর ধারা ৬৩৩-এর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে। সুতরাং

রবীন্দ্র চামরিয়ায় (উপরে) ঘোষিত রায়টি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও প্রাসঙ্গিকতা রাখে না কারণ কোম্পানি আইনের ৬৩৩ ধারার অধীনে কেউ ছাড় বা সুবিধা চাইছে না।

১০. **২০০৭ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৪৬৩**-এ রিপোর্ট করা *আঞ্জুমান **টি কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলায়***, কো-অর্ডিনেট বেঞ্চের সামনে বিষয়টি ছিল যে, যথাযথ সময়ের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মচারীদের অবদান জমা না করা উক্ত পরিমাণের পরবর্তী জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাতিল করা যেতে পারে কিনা, যেখানে বলা হয়েছে যে, রায়ের সময় শুনানির সময় আদালত কর্তৃক উক্ত তথ্যটি বিবেচনা করা উচিত। *আঞ্জুমান টি কোম্পানি লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত)* রায়টিও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কোনও সাহায্য করে না।

১১. উক্ত আইনের ১৪ ক (১) এবং ১৪ ক (২ক) ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধারা ১৪এ উল্লেখ করেঃ-

> *"১৪ ক কোম্পানিগুলির দ্বারা অপরাধ -*
>
> *(১) যদি এই আইন, প্রকল্প বা [পেনশন] স্কিম বা বীমা স্কিমের] অধীনে কোনও অপরাধকারী ব্যক্তি কোনও সংস্থা হন, তবে প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় কোম্পানির পাশাপাশি সংস্থার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংস্থার দায়িত্বে ছিলেন এবং দায়বদ্ধ ছিলেন, তিনি এই অপরাধের জন্য দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি পাওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই এই ধরনের ব্যক্তিকে কোনও শাস্তির জন্য দায়বদ্ধ করবে না, যদি সে প্রমাণ করে যে অপরাধটি তার অজান্তে সংঘটিত হয়েছিল বা সে সমস্ত অর্থ প্রয়োগ করেছিল। এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ অধ্যবসায়।*
>
> *(২) উপ-ধারা (১)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, যেখানে আইন।, স্কিম বা [দ্য এর অধীনে কোনও অপরাধ*

[পেনশন] স্কিম বা বীমা স্কিম/একটি কোম্পানি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং এটি প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানির কোনও পরিচালক বা ম্যানেজার, সচিব বা অন্য অফিসারের সম্মতি বা সম্মতিতে করা হয়েছে, বা তার পক্ষ থেকে কোনও অবহেলার জন্য দায়ী করা যেতে পারে, এই ধরনের পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্যান্য অফিসারকে সেই অপরাধে দোষী বলে মনে করা হবে এবং সেই অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। ব্যাখ্যা - এই বিভাগের উদ্দেশ্যে -

(ক) "কোম্পানি" অর্থ যে কোনও কর্পোরেট এবং একটি ফার্ম এবং ব্যক্তিদের অন্যান্য সমিতি অন্তর্ভুক্ত; এবং (খ) একটি ফার্মের ক্ষেত্রে "পরিচালক" অর্থ একটি ফার্মের অংশীদার। "

১২. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গাঙ্গুলি যথাযথভাবে বলেছেন যে, উক্ত আইনের ১৪ ক ধারার বিধানে কোনও সংস্থার আধিকারিকদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার বিধান রয়েছে যা খেলাপি। উক্ত আইনের ১৪ ক ধারায় 'কোম্পানি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ কর্পোরেট সংস্থায় কোনও সংস্থা এবং ব্যক্তির অন্যান্য সমিতি এবং পরিচালক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সংবিধানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে সংস্থার অংশীদার মানে ফার্মের অংশীদার। এটি অভিযোগের আবেদনের ৩ নং অনুচ্ছেদে করা নির্দিষ্ট অভিযোগ যা একটি মুদ্রিত ফর্ম যে "অভিযুক্ত নম্বর ২ থেকে ১২ জন পর্যন্ত যে কোনও সময় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ছিলেন/ছিলেন এবং তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন/ছিলেন এবং এই ধরনের দায়িত্ব পালনে তার ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাই তাকে/তাদের উক্ত আইন এবং প্রকল্পের বিধানগুলি মেনে চলতে হবে বলা প্রতিষ্ঠান। যা অভিযুক্ত নং ১। "

১৩. অতএব, এটি একটি সাধারণ এবং অসম্পূর্ণ বিবৃতি বলে মনে হচ্ছে যা পূর্বে মুদ্রিত অভিযোগের আবেদনে আইন থেকে শব্দ ধার করে উক্ত আইনের অধীনে অপরাধ গঠনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির ভূমিকা উল্লেখ করা হয়নি, যা প্রমাণ করে যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, আবেদনকারীদের সম্মতি বা যোগসাজশে সংঘটিত হয়েছিল, অথবা অপরাধটি অভিযুক্ত ব্যক্তির কারও দ্বারা দায়ী, অথবা তারা অভিযুক্ত নং ১ এর দৈনন্দিন কাজের জন্য দায়ী ছিল।

১৪. এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিকল্প দায়বদ্ধতার ধারণাটি শাস্তিমূলক আইনের থেকে বিচ্ছিন্ন, যদি না এটি সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এই ক্ষেত্রে ধারা ১৪এ-এর বিধানটি নিঃসন্দেহে বিকল্প দায়বদ্ধতার কথা বলে কারণ এই আইনটি নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৪১ ধারার অধীনে কোনও অপরাধে প্রযোজ্য। বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগীয় ঘোষণার মাধ্যমে, এটি আইনের স্থির নীতিতে পরিণত হয়েছে যে অভিযোগের ক্ষেত্রে একটি টাকাপয়সা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া যথেষ্ট নয় যে অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো পরিচালক পরিচালকের ভূমিকা সম্পর্কে আরও না জেনে কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানির দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধ। কিন্তু অভিযোগটিতে উল্লেখ করা উচিত যে, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বা দায়বদ্ধ ছিলেন। এটি দণ্ডবিধির কঠোর ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষত এই মূর্তিগুলি পরোক্ষ দায়বদ্ধতা তৈরি করে কিনা। (দেখুন ***অশোক মাল বাফনা বনাম আপার ইন্ডিয়া স্টিল এম. এফ. জি. এবং ইং. কো. লিমিটেড,*** -এ রিপোর্ট করা হয়েছে যা ***(২০১৮) ১৪ এস. সি. সি ২০২, ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম***

হারমিত সিং পেন্টাল এবং অন্যান্যরা (২০১০) ৩ এস. সি. সি ৩৩০ এবং এস. এম. এস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বনাম নীতা ভাল্লা (২০০৫) ৮ এস. সি. সি ৮৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১৫. ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালকদের একটি বিবৃতির ভিত্তিতে অভিযুক্ত করা যে তারা ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধ, আরও না জেনে, উক্ত আইনের ধারা ১৪ক-এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না।

১৬. কলকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারি বিধি ও আদেশের ১৮৩ নং বিধিতে বলা হয়েছেঃ-

> *"বিধি ১৮৩. বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা প্রয়োগ এবং চূড়ান্ত আদেশের প্রয়োজনীয় আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দ্বারা টাইপ করা নিজের হাতে রেকর্ড করবেন, অন্যগুলি বেঞ্চ ক্লার্ক দ্বারা এই বিবেচনার অধীনে রেকর্ড করা যেতে পারে।"*

১৭. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অবশ্যই মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের মনের প্রয়োগকে প্রতিফলিত করবে। (দেখুন ***পেপস্ট ফুডস লিমিটেড বনাম বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট (১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯***)

১৮. এই ক্ষেত্রে বিচারিক আদালত তথাকথিত আদেশে তাঁর স্বাক্ষর করেছে যা অন্যথায় অবৈধ এবং রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ বলে মনে হয় এবং এটি কলকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারি বিধি ও আদেশের ১৮৩ নং বিধি লঙ্ঘন করে করা হয়েছিল, যা শ্রী গাঙ্গুলি যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন।

১৯. সমন জারি করা একজন ব্যক্তির অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন একটি গুরুতর বিষয়। অতএব, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের তলব করার আদেশ অভিযুক্ত যখন মামলার তথ্যে মনের প্রয়োগ না করার প্রতিফলন ঘটায়

এবং এর জন্য প্রযোজ্য আইন, এই ধারণার কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে এই ধরনের একটি কাজ শিখেছেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

২০. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে ২০০১ সালের ২০ নং অভিযোগের মামলার ফৌজদারি কার্যধারা কার্যকর থাকতে দেওয়া উচিত নয় এবং আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য, কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার বিধান আহ্বান করা সমীচীন, যা আমি সেই অনুযায়ী করি।

২১. এই রায়ের একটি অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানো হোক।

২২. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal